দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 18 SEP 2008
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৪

শাবিতে বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবীতে ভিসি অফিস অবরোধ : দফায় দফায় মিছিল

চাপের মুখে ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত

শাবি সংবাদদাতা

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবি) দফায় দফায় বেতন ও ক্রেডিট ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে গতকাল (বুধবার) ক্যাম্পাসে দিনভর মিছিলে মিছিলে উত্তাল ছিল শাবি ক্যাম্পাস। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বেতন ও ক্রেডিট ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে চলে মিছিল ও সমাবেশ। জানা যায়, গতকাল (বুধবার) সকাল ১০টা থেকে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবীতে ভিসি ভবনের সামনে জড়ো হতে থাকে। দু'ঘন্টাব্যাপী আন্দোলনের এক পর্যায়ে ভিসি প্রফেসর ড. এম আমিনুর ইসলাম শিক্ষার্থীদের মাঝে এসে বেতন ও ক্রেডিট ফি কমানোর দাবী মেনে নেয়া এবং সাময়িকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির পূর্ব পর্যন্ত ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত রাখার ঘোষণা দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিকে একই দাবীতে এবং শিক্ষা দিবস উপলক্ষে শাবির বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে র‍্যালি পৃ ১৫ ক ১২

শাবিতে বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

সমাবেশ এবং ভিসির সাথে সাক্ষাত করেছে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন শাবি সংসদের উদ্যোগে দুপুর ১২টায় ক্যাম্পাসে এক মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পাসের গোলচত্বরে মিছিল পরবর্তী সমাবেশে ছাত্রনেতা কল্লোল চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বিপ্লব দাস খোকন, জাতীয় পরিষদ সদস্য জোনায়েদ আহমেদ এবং সভাজিত পুতকায়স্থ। এ সময় বক্তারা বর্ধিত বেতন ফি প্রত্যাহার, নতুন হল নির্মাণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে বাস ক্রয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাবসায়ীকরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সমাবেশ শেষে ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি কল্লোল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ভিসি বরাবর ১০ দফা দাবীতে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট শাবি শাখা গতকাল একই দাবীতে সকাল ১০টায় শিক্ষা দিবস উপলক্ষে কেন্টপন প্রদর্শনী এবং দুপুর সাড়ে ১২টায় বিক্ষোভ মিছিল করে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক রেজাই করিম পঙ্কজ। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, ড. ইয়াসমিন হক, ড. বুদ্ধদেব কুমার দাস এবং জহির উদ্দিন প্রমুখ। পরবর্তীতে দুপুর সাড়ে ১২টায় ক্যাম্পাসে একটি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। এছাড়াও জাতীয় ছাত্রদল শাবি শাখা একই দাবীতে ক্যাম্পাসে একটি মিছিল সমাবেশ করে এবং শাবি ছাত্রলীগের ক্যাম্পাস কমিটি একই দাবীতে ভিসির সাথে সাক্ষাত করে।

সূত্র মতে, সম্প্রতি প্রশাসন পরীক্ষায় ড্রপ কোর্সের ফি ক্রেডিট প্রতি ৫০ টাকায় স্থলে ২৫০ করে এবং বেতন ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করে। সময় শিক্ষার্থীরা বর্ধিত বেতন ও ড্রপ কোর্সের অতিরিক্ত ফি প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে ভিসি বরাবর চার দফা দাবীতে স্মারকলিপি প্রদান করে। দাবীগুলো হল সকল প্রকার বর্ধিত বেতন ফি প্রত্যাহার, নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ, পরীক্ষায় মানোন্নয়ন ব্যবস্থার প্রণয়ন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। এ ঘটনায় প্রশাসনের একমুখী সিদ্ধান্তের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে সকল প্রকার বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্রশিবির, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন ও জাতীয় ছাত্রদল, ছাত্র মজলিস।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শাবিতে মানোন্নয়ন পরীক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীরা কোন কোন বিষয়ে ড্রপ দিতে বাধ্য হচ্ছে।

ব্যবসা প্রশাসনের ছাত্রের ওপর হামলার বিচারের দাবীতে মানববন্ধন

শাবি সংবাদদাতা : শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবি) ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ছাত্রের ওপর হামলার অভিযোগে বিচার কার্যকর করার দাবীতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন ও ভিসি বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

গতকাল (বুধবার) দুপুর ১২টায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা ভিসি ভবনের সামনে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের মেধাবী ছাত্র হেলাল আহমেদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার বিচারের রায় দ্রুত কার্যকর করার দাবীতে মানববন্ধন করে। এ সময় ভিসি দ্রুত বিচার হওয়ার ব্যাপারে আশ্বাস দেন। পরে শিক্ষার্থীরা দ্রুত বিচার কার্যকর দাবীতে ভিসি বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

জানা যায়, গত ২৫ আগস্ট ক্লাসরুম দখলকে কেন্দ্র করে ব্যবসায় প্রশাসন ও ফুড এন্ড টি টেকনোলজি বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এর জের ধরে ফুড এন্ড টি টেকনোলজি বিভাগের ছাত্র হাসান আহমেদ আবেদ ও চয়ন বড়ুয়া ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ছাত্র হেলাল আহমেদকে মারধর করে। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি হাসান আহমেদ আবেদ ও চয়ন বড়ুয়াকে এক সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার এবং চার হাজার টাকা জরিমানা করে।